দৈনিক বাংলা

তারিখ ...10 AUG 1991
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ১ ...

শিক্ষাখাতের উন্নয়ন

শিক্ষাখাতের উন্নয়নে বিশ্বব্যাংকের বর্ধিত সাহায্য-সহযোগিতা কামনা করা হয়েছে বলে এক খবরে জানা গেছে। তাতে বলা হয়েছে, গত বুধবার সফররত বিশ্বব্যাংকের ভাইস প্রেসিডেন্ট মিঃ আন্তিলা কারাওসমানগুলু-এর সাথে শিক্ষা ও সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রী এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরীর আলোচনাকালে এই বর্ধিত সাহায্য-সহযোগিতা কামনা করা হয়। এর প্রেক্ষাপট হিসাবে উল্লেখ্য, নারী শিক্ষার প্রসার; কারিগরি শিক্ষার উন্নয়ন এবং প্রাথমিক শিক্ষাকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্যই উল্লিখিত সাহায্য-সহযোগিতার প্রয়োজন। আলোচ্য খবরে বলা হয়েছে যে, বিশ্বব্যাংক দেশের শিক্ষাখাতের উন্নয়নে সাধারণ শিক্ষা প্রকল্পের অধীনে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের মোট বরাদ্দের ৩১০ মিলিয়ন ডলারের মধ্যে ১৫৯ মিলিয়ন ডলার প্রদান করছে।

শিক্ষাখাতের উন্নয়নে বিশ্বব্যাংকের বর্ধিত সাহায্য-সহযোগিতা কামনার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অনস্বীকার্য। শিক্ষার নিম্নহার, ব্যাপক নিরক্ষরতা, সাক্ষরের সংখ্যাল্পতা এবং বিশেষভাবে নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে অনগ্রসরতা আমাদের দেশের দারিদ্র্য ও জনগণের দুঃখ-দুর্দশার প্রধানতম কারণ। শিক্ষার অভাব ও নিরক্ষতার কারণে জনবহুল ও দারিদ্র্যপীড়িত আমাদের দেশে জনশক্তিও এক বিরাট বোঝা হয়ে আছে, অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে তাদের তেমন কাজে লাগানো যাচ্ছে না। বিশেষতঃ নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে অনগ্রসরতা এক বড় অন্তরায় হয়ে আছে। অন্যদিকে অর্থনৈতিক সঙ্গতির অভাব এবং অন্যান্য সমস্যার কারণে শিক্ষাবিস্তার ও নিরক্ষরতা দূরীকরণ এবং সাক্ষরতা অভিযানও সফল করে তোলা যাচ্ছে না। অথচ দেশের সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং অগ্রগতির স্বার্থেই তা অত্যাবশ্যক। আর এ জন্য বিশ্বব্যাংক এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার সাহায্য-সহযোগিতাও দরকার। কেননা, আমাদের মতো একটি জনবহুল দারিদ্র্যপীড়িত দেশের পক্ষে একক প্রচেষ্টায় ব্যাপকভাবে শিক্ষা বিস্তার ও নিরক্ষরতা দূরীকরণ সম্ভব নয়।

বাস্তব কারণেই শিক্ষাখাতের উন্নয়নে বিশ্বব্যাংকের বর্ধিত সাহায্য-সহযোগিতা কামনা করা হয়েছে। বিশ্বব্যাংকের ভাইস প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আলোচনাকালে -এর প্রয়োজনীয়তা ও পটভূমি তুলে ধরে শিক্ষা ও সংস্কৃতিমন্ত্রী বলেন যে, বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার জনগণকে দেয়া প্রতিশ্রুতি পূরণের লক্ষ্যে গণশিক্ষা ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচীর মাধ্যমে সাক্ষরতা ও শিক্ষার হার বৃদ্ধির প্রচেষ্টা চালাবে। উল্লেখ্য, নির্বাচিত নয়া সরকার শিক্ষা এবং বিশেষতঃ গণশিক্ষা ও সাক্ষরতার ওপর বিশেষ জোর দিয়েছেন, প্রাথমিক শিক্ষার ওপরও গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। বস্তুতঃ দেশের শিক্ষা-সংস্কৃতির ব্যাপক বিকাশ এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থেই উল্লিখিত সব কয়টি কর্মসূচীর সফল বাস্তবায়ন অত্যাবশ্যক। কেননা, শিক্ষা ও সাক্ষরতা ছাড়া বিপুল জনসংখ্যাকে প্রকৃত জনশক্তি ও জনসম্পদে পরিণত করা এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে কাজে লাগানো সম্ভব নয়। এই বাস্তবতার কারণেই কারিগরি শিক্ষার ব্যাপক বিকাশ ও উন্নয়ন দরকার, দেশের জনসংখ্যার অর্ধেক-নারী শিক্ষার ব্যাপক প্রসারও অত্যাবশ্যক। আমরা আশা করবো, এ ব্যাপারে বিশ্বব্যাংকের বর্ধিত সাহায্য-সহযোগিতা পাওয়া যাবে, এবং শিক্ষাখাতের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে।